০১-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে তোমরা যে জ্ঞান পেয়েছো তা তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করে রাখতে হবে, সকাল - সকাল উঠে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । "

প্রশ্ন :- এই ঈশ্বরীয় পড়ার নিয়ম (Law) কি ? তার জন্য তোমরা কি নির্দেশ পেয়েছো ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় পড়ার নিয়ম হলো - নিয়মিত পড়া । কখনও পড়লাম আবার কখনও পড়লাম না, এটা কোনো নিয়ম নয় । বাবা এই পড়ার জন্য অনেক সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । পড়া (মুরলী) এখানে বাই পোস্ট যায় । ৭ দিনের কোর্স করে তোমরা যেখানে খুশী এই পড়া পড়তে পারো । এই পড়া কখনও মিস (miss) করবে না ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা যারা এখানে বসে আছে তারা রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্ত অথবা স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করে । বাবা বাচ্চাদের এই জ্ঞান দিয়েছেন যে স্বদর্শন চক্রধারী হও । তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উদ্দেশ্যই হলো স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । মূলবতন , সুক্ষ্মবতন , স্থূলবতন আর এই 84 জন্মের চক্রকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে । দ্বিতীয় অন্য সবকিছুই বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে বরাবর বাবাই আমাদের সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী বানিয়েছিলেন, তারপর আমরা এই 84 জন্ম নিয়েছি । চলতে - ফিরতে , উঠতে - বসতে আমাদের আত্মার বাবার আর এই রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । এখন শিববাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমরা এই 84 জন্মের চক্রের বাজী (খেলা) কেমনভাবে খেলো । প্রথমের দিক থেকে আমরা ব্রাহ্মণরাই আছি, আর আমাদের ব্রাহ্মণদের রচয়িতা হলেন ব্রহ্মা বাবার দ্বারা শিববাবাই । রচনা আর রচয়িতার জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী হও । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রাখা চাই । ভোরবেলা উঠে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসা চাই । আমরা আমাদের 84 জন্মের চক্রকে জেনেছি । আমাদের সকলের রচয়িতা বাবা হলেন একজনই । এই কথা সকলেই বলে যে আমরা সব ভাই - ভাই । আমাদের বাবা হলেন এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা , যিনি পরমধামে থাকেন । আমরাও সেখানেই থাকি, তিনিই আমাদের বাবা । বাবা শব্দটাই খুব ভালোবাসার । মানুষ শিববাবার মন্দিরে গিয়ে কত পুজো করে । তাঁকে অনেক স্মরণ করে । বাবা বলেন - আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা , তুচ্ছ বুদ্ধি থেকে স্বচ্ছ বুদ্ধিমান বানাই । তুচ্ছ বুদ্ধি অর্থাত্ শূদ্র বুদ্ধি থেকে স্বচ্ছ বুদ্ধি আমিই বানিয়েছিলাম, অর্থাত্ উচ্চ বুদ্ধি, পুরুষোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়েছিলাম । সমস্ত স্ত্রী - পুরুষ এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে নমস্কার করো কিন্তু তারা জানে না যে - এঁরা কে ? এঁরা কবে এসেছিলেন এবং কি করেছিলেন ? বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, এই ভারত অবিনাশী খণ্ড ছিলো, কেননা অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জন্মভূমি এই ভারতই । পতিত - পাবন, সবার সদ্গতিদাতা শিববাবার জন্মস্থান এই ভারত, তাই এ হলো বড় থেকে বড় তীর্থস্থান । এতখানি নেশা কারোরই থাকে না যে, এই ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার , সবার সদ্গতিদাতা বাবার জন্মভূমি । পতিত - পাবন শিববাবার জয়ন্তী এই ভারতেই

হয়েছিলো । শিবজয়ন্তী এখানেই পালন করা হয় যখন, তখন অবশ্যই শিববাবার জন্ম এখানেই হয় । এই ভারত হলো খুব বড় তীর্থস্থান । কিন্তু এই বিশ্ব নাটকের নিয়ম অনুসারে কেউই জানে না যে এই শিববাবাই আমাদের গড ফাদার ,অথবা মাতা - পিতা , পতিত - পাবন, সবার সদ্গতিদাতা , তাঁর জন্মস্থান এই ভারতভূমি ,তাই ভারতভূমিকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় অর্থাত্ এই ভূমিতে এই বাচ্চারা যারা বাবার শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানায় , তাদের এই নেশা থাকা দরকার যে বাবার শ্রীমতে চলে আমরা কল্প কল্প ভারতকে স্বর্গ বানাই । যারা যতটা শ্রীমতে চলবে তারা ততটাই উঁচু পদ পাবে । ভারতবাসীরা এই কল্পের আয়ু লাখ বছর লিখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে এই শিববাবা যার জন্মস্থান এই ভারত , তিনি এই দৈবী ধর্ম স্থাপন করেছিলেন , এই গীতাও তাঁরই । গীতা কার তা এই ভারতবাসী ভুলে গেছে । কত তফাত হয়ে গেছে । কোথায় নিরাকার শিব আর কোথায় শ্রীকৃষ্ণ । তোমরা জানো যে কৃষ্ণের আত্মা যে গোরা(ফর্সা) ছিল, সে তাঁর অনেক জন্মের শেষ জন্মে তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছিল । তারপর এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর বানাই , তাই শ্রীকৃষ্ণকে অসুন্দর(সাওরা) ও সুন্দর , শ্যাম আর সুন্দর বলা হয় । শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সত্যযুগের প্রথম নম্বর সুন্দর রাজকুমার । তাঁর মহিমা হলো - মর্যাদা পুরুষোত্তম , অহিংসা পরম ধর্ম । ভারতবাসী এও জানে না যে রাধা কৃষ্ণ আর লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে সম্বন্ধ কি ছিলো। বাবা বলেন যে , এতদিন পর্যন্ত তোমরা যা পড়ে এসেছো , তাতে কোনো সার নেই । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছো । তোমরা জানো যে বাবা ৫ হাজার বছর পর আমাদের আবার রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন । সারা দুনিয়া বলে যে শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা শুনিয়েছিলো । বাবা বলেন যে কৃষ্ণের মধ্যে এই সৃষ্টির আদি , মধ্য , অন্তের কোনো জ্ঞান নেই । কৃষ্ণের আত্মাও আগের জন্মে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিল, এখন আবার এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছে । যাঁর নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি । এঁনার অনেক জন্মের অন্ত জন্মে আমি এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করি । তোমরা তো জীবন্মৃত হয়েছো তাই না । তোমাদের অব্যক্ত নামও রাখা হয়েছিল । এখন রাখা হয় না কারণ অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে । বাবার হয়ে নতুন নামকরণ হওয়ার পরে কেউ যদি ছেড়ে চলে যায় তাহলে সেটা শোভনীয় কাজ নয়। এই কারণে নাম দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান , আর শিববাবার পৌত্র । বাবা বলেন যে - বর্সা বা সম্পত্তি আমার থেকে নিতে হলে আমাকে স্মরণ করো । এ হলো ব্রহ্মাবাবার অনেক জন্মের শেষ জন্ম । সূক্ষ্মবতনে যে ব্রহ্মাকে দেখানো হয় , তিনি হলেন পবিত্র । সুক্ষ্মবতনে তো কোনো প্রজাপিতা থাকতে পারে না । বাবা বোঝান যে ইনি হলেন ব্রহ্মার ব্যক্ত স্বরূপ , ঝাড়ের প্রথমে ইনি দাঁড়িয়ে আছেন । এখানে ইনি বাচ্চাদের সাথে যোগে বসেন - পবিত্র ফরিস্তা হওয়ার জন্য । তাই সূক্ষ্মবতনে এঁনাকে দেখানোর প্রয়োজন হয় । এখানে তো প্রজাপিতা অবশ্যই চাই । উঁনি হলেন অব্যক্ত আর ইনি ব্যক্ত । তোমরাও ফরিস্থা হতে এসেছো । এই বিষয়েও মানুষ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায় কেননা এ সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান । কোনো শাস্ত্রেই এই জ্ঞানের কথা নেই । ভগবান হলেন একজনই , উঁচুর থেকে উঁচু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি হলেন সমস্ত আত্মার বাবা । তাঁর থাকার জায়গা হলো পরমধাম । তাঁকে সবাই স্মরণ করে যে এসো, আমাদের উপর মায়ার প্রভাব পড়েছে । আমরা পতিত হয়ে গেছি । এইসব কথা নতুনদের বুদ্ধিতে বসবে না । এখন তোমরা এই রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানো । সত্যযুগে আমরা খুব অল্প মানুষই রাজ্য করি । সেখানে অধর্মের কোনো কথাই নেই । শাস্ত্রে অনেক কথা লেখা আছে কিন্তু তাতে কোনো সার নেই । সিঁড়ি নামতে নামতে এখন এই অন্ত সময়ে সকলেই পতিত হয়ে গেছে । এখন তোমরা জাম্প দিয়ে থাকো, তোমাদের নামতে 84 জন্ম লাগে। তোমরা সেকেন্ডে জাম্প দিতে পারো ।

এখন তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো, এরপর শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবে । আর এই দুনিয়া হল দুঃখধাম । প্রথমের দিকে তোমরাই আসো,তাই বাবাও সবার প্রথমে তোমাদের সঙ্গেই মিলন করতে আসেন । এখানে বাবা আর বাচ্চারা , অর্থাত্ আত্মা আর পরমাত্মার মেলা হয় । হিসাব তো দেওয়াই আছে না যে , ৫ হাজার বছর হয়েছে আমরা বাবার থেকে দূরে আছি । তোমরাই প্রথম দিকে স্বর্গে তোমার ভূমিকা পালন করেছিলে, সেখান থেকে অভিনয় করতে করতে তোমরা নীচে নেমে এসেছো । এখন তোমরা বাবার কাছে চলে এসেছো , আর বাকি অল্প যারা আছে তারাও চলে আসবো এরপর তোমাদের পড়া শেষ হয়ে যাবে, সবাইকেই এখানে আসতে হবে । পরমধাম যখন খালি হয়ে যাবে, বাবা সবাইকে নিতে চলে আসবেন । এ হলো বোঝার কথা । তাই এই পড়া পড়তে হবে । কখনও স্কুলে যাবে , কখনও যাবে না , এই নিয়ম চলবে না । বাবা তোমাদের পড়ার জন্য অনেক সহজ ব্যবস্থা করেছেন । নইলে কারো কাছেই পড়া বাই পোস্ট যায় না । এই বেহদের বাবার পড়ার মাধ্যমেই তোমরা পদ লাভ করবে । কত কাগজ ছাপানো হয় । তোমরা কোথায় কোথায় না যাও। ৭ দিনের কোর্স করে তারপর যেখান থেকে খুশী পড়া অভ্যাস করো । এইসময় সকলেই আধাকল্পের রোগী , তাই ৭ দিনের ভাট্টি রাখার প্রয়োজন হয় । এই ৫ বিকারের রোগ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে । সত্য যুগে তোমাদের শরীর নীরোগী ছিল , তোমরা সুস্থ এবং সম্পদশালী ছিলে । এখন তো তোমাদের কি অবস্থা হয়ে গেছে । এই সমস্ত খেলা ভারতেই হয়েছে । তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে । কল্প কল্প তোমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও আর চক্রবর্তী রাজাও তোমরাই হও । এই রাজত্ব এখন স্থাপন হচ্ছে । এতে তোমরা নম্বর অনুসারে পদ পাবে । প্রজাও তো অনেক প্রকারের চাই । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কতজনকে নিজের সমান স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়েছো । যে যতজনকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাতে পারবে তারাই উঁচু পদ পাবে । তোমাদের বাবা মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখাচ্ছেন, তাই এর নাম যুধিষ্ঠির রেখে দিয়েছে । মায়ার উপর জয়লাভ করার জন্য বাবা যুদ্ধ শেখান । যুধিষ্ঠির আর ধৃতরাষ্ট্রকেও দেখানো হয় । এই গায়নও আছে যে, যে মায়াজীত সে জগতজীত, কতটা সময় তোমাদের এই জয় বজায় থাকে আর কতটা সময় তোমরা হেরে যাও । এও তোমরা জানো । এ কোনো শরীরের যুদ্ধ নয় । না এটা দেবতা বা অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ । এটা কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যকার যুদ্ধ নয় । মিথ্যে এই শরীর , মিথ্যে মায়া ....এই ভারত এখন হলো মিথ্যে খণ্ড । আগে ভারত সত্য খণ্ড ছিলো , কিন্তু যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকে ভারত মিথ্যে খণ্ড হয়ে গেছে । ভগবানের নামেও মানুষ কতো মিথ্যে কথা বলে । ঈশ্বরের উপর কত কলঙ্ক লাগায় । কলঙ্কি অবতারের গায়নও আছে । সবথেকে বেশী কলঙ্ক বাবার উপর লাগানো হয় । তাঁর জন্য বলা হয় কচ্ছ - মচ্ছ অবতার , মাটি - পাথর সবের ভিতর ঈশ্বর আছে । ঈশ্বরের নামে মানুষ কত গালি দেয় । এই কি সভ্যতা ? এখন তোমরা জ্ঞানের আলো পেয়েছো । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের রচনা আর রচনার আদি ,মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন, যা আর কেউই জানে না । বাবাই হলেন সদ্গতিদাতা । বাবার জ্ঞানের দ্বারাই সবার সদ্গতি হয় । বাকি যারা নিজেরাই দুর্গতিতে আছে তারা কিভাবে অন্যের সদ্গতি করবে । বাবা এসেই তোমাদের রাজার রাজা বানান । তোমরাই একদিন পবিত্র পূজ্য ছিলে, এখন আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো । পবিত্র রাজাদের অপবিত্র রাজারা পূজা করে । সত্যযুগে সবাই ডবল মুকুটধারী ছিলো । রাজা যখন বিকারী হয় তখন একটি মুকুটের অধিকারী হয় । তারাও মহারাজা , মহারাণী । কিন্তু অপবিত্ররা পবিত্রদের সামনে মাথা নত করে । আগে ভারতবাসীরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলো , সেই ভারতবাসীরা এখন পতিত নিবৃত্তি মার্গের হয়ে গেছে । এখন বাবা বলেন তোমাদের এই মৃত্যুলোকে অন্তিম জন্ম চলছে । এখন আমি এসেছি তোমাদের আবার সত্যযুগে নিয়ে যেতে । এই মুসলের লড়াই 5000 বছর আগেও হয়েছিলো । এই পুরোনো দুনিয়া

শেষ হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের বোঝান যে গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হতে হবে । কমল ফুলের মত তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো । কিন্তু এই চিহ্ন বিষ্ণুকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেননা তোমরা সর্বদা একরস স্থিতিতে থাকো না । আজ কমল ফুলের মত হলে আবার 2 বছর বাদে পতিত হয়ে যাও ।

তোমাদের এই কুল হলো সর্বোত্তম কুল । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিখা । তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে দেবতা ,ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এবং শূদ্র জীবনে আসো । শূদ্র থেকে চট্ করে দেবতা তো হওয়া যায় না । ব্রাহ্মণের শিখা তো চাই । এখন এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা পড়াচ্ছেন । তাই এমন বাবাকে তো ত্যাগ করা উচিত নয় । বাবা বলেন যে , যারা আসে তাদের অনেকেই আশ্চর্য হয়ে আমার হয় প্রথমে , এই কথা শোনে কিন্তু তারপর পালিয়ে যায় , তারা মায়ার অধিকারে চলে যায় । তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার নিন্দা করায় .....এদের বলা হয় সদ্গুরুর নিন্দক , এরা স্বর্গে জায়গা পায় না । বাকি যারা ভক্তিমার্গের গুরু, তাঁরা সদ্গতিদাতা হয় না । সমস্ত আত্মাদের বাবা, শিক্ষক , গুরু হলেন এক নিরাকার বাবা । তিনিই সকলকে উদ্ধার করতে এসেছেন । পরে গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে তখন খুব বেশী দেরী হয়ে যাবে । তখন তারা যে ধর্মে ছিলো সেই ধর্মেই চলে যাবে । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো দেবতা ধর্ম । তাঁদের থেকেও তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে উচ্চ, কারণ তোমরা বাবার সাথে বসে আছো । তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন বিচিত্র আর বিদেহী । বাবা বলেন যে আমার কোনো দেহ নেই । আমাকে শিব বলা হয় , আমার নামের কোনো বদল হয় না । আর সকলের শরীরের নাম বদল হয়া আমি হলাম পরম আত্মা , আমার জন্মপত্রি কেউ বার করতে পারবে না । যখন বেহদের রাত হয় তখন আমি আসি দিন বানাতে । এখন হলো সঙ্গম , তাই এই কথাকে খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে । স্মৃতিতেও আনতে হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা আসো । তোমরা অনেক সময়ও পাও । তোমরা এখানে খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্থন করতে পারো । আচ্ছা ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বোত্তম কুলের স্মৃতিতে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র হতে হবে । কখনোই সদ্গুরুর নিন্দা হতে দেবে না ।

২) বাবার শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে । স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে এবং অন্যকে বানাতে হবে । যখনই সময় পাবে অবশ্যই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে ।

বরদান :- দিব্য গুণের আহ্বানের দ্বারা অবগুণকে সমাপ্ত করে দিব্যগুণধারী হও ।

যেমন দীপাবলির সময় সবাই শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বান করে , তেমনই তোমরা বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে যদি দিব্য গুণের আহ্বান করো তাহলে অবগুণ আহুতি দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হতে থাকবে । তখন তোমরা নতুন সংস্কারের নতুন বস্ত্র ধারণ করবে । এখন পুরানো বস্ত্রের সঙ্গে সামান্যমাত্র প্রীতির সম্পর্ক রাখবে না । যে সমান্যতম দূর্বলতা, কমতি , নির্বলতা , কোমলতা আছে - সেইসব পুরানো খাতা

আজ থেকে চিরকালের জন্য যদি সমাপ্ত করতে পারো তবেই দিব্যগুণধারী হতে পারবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে ।

স্লোগান :- যদি স্বরাজ্য অধিকারী হতে চাও তাহলে মনরূপী মন্ত্রীকে নিজের সহযোগী বানাও ।